সংবাদ

তারিখ ....23 APR 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চাঁপাইনবাবগঞ্জে —

স্কুল ম্যাগাজিনে নববর্ষ উদযাপন নিয়ে কটূক্তি

■ শিক্ষকদের শাস্তি দাবি নাগরিক সমাজের

জেলা বার্তা পরিবেশক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

চাঁপাইনবাবগঞ্জের একটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রকাশিত বার্ষিক ম্যাগাজিন 'মঞ্জরী'তে বাংলা নববর্ষ নিয়ে কটাক্ষ করে ভুল তথ্য উপস্থাপন ও সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়ানোর অভিযোগে লেখকসহ জড়িতদের শাস্তি নিশ্চিত না হওয়ায় উত্তেজনার পাশাপাশি নাগরিক সমাজ আন্দোলনের পথে এগুচ্ছে। অন্যদিকে, জেলা প্রশাসন বিতর্কিত ম্যাগাজিনের সমস্ত কপি উদ্ধার করে তা জব্দ করেন এবং এ ব্যাপারে তদন্ত কমিটি তদন্ত শুরু করেছে। অভিযোগে প্রকাশ, জেলা শহরের শত বছরের পুরনো হরিমোহন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় 'মঞ্জরী' নামে ম্যাগাজিন ১৬ প্রকাশ করে। প্রকাশিত ম্যাগাজিনের সম্পাদক ও সহকারী শিক্ষক বাদরুল ইসলাম 'বাংলা নববর্ষ ইতিহাস, উদযাপন-রীতি ও আমাদের সংস্কৃতি' প্রবন্ধে বাংলা নববর্ষ নিয়ে কটাক্ষ করে তথ্য উপস্থাপন করেন।

প্রকাশিত ম্যাগাজিনে তিনি বাংলা নববর্ষ পালনের সময় বাংলাদেশে যেসব অনুষ্ঠানাদি পালিত হয় তাকে হিন্দু সংস্কৃতির প্রতিরূপ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি লিখেছেন– 'বাংলা নববর্ষের নামে বর্তমানে যেসব অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা হয়, বাঙালি মুসলমানদের আবহমান সংস্কৃতি ও জীবনাচারের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। বরং বাংলা নববর্ষের নামে একশ্রেণির বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবী যা কিছু করছেন তা মূলত হিন্দু সংস্কৃতিরই প্রতিরূপ। বাঙালি সংস্কৃতির নামে তা চালাবার ও একে সার্বজনীন বাঙালি সংস্কৃতি বলে দাবি

স্কুল : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৫

স্কুল : ম্যাগাজিনে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

করা হলেও ৯০ ভাগ বাঙালি তথা বাংলাদেশি মুসলমানের ঈমান-আকিদা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এটা আমাদের জন্য বিজাতীয় অপসংস্কৃতি।' প্রবন্ধে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়ানোর ঘটনায় জেলায় তোলপাড় শুরু হয়। এর প্রতিবাদ করে জেলার সাংস্কৃতিক কর্মী, সুশীল সমাজ, শিক্ষাবিদ ও অভিভাবক মহল। অভিযুক্ত শিক্ষক বাদরুলসহ জড়িতদের শাস্তিরও দাবি জানান তারা। একাধিক শিক্ষার্থী জানায়, শিক্ষক বাদরুলসহ বেশ কয়েকজন শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের সময় শিবিরের মতাদর্শের দীক্ষা দিয়ে আসছেন। অনুসন্ধানে জানা গেছে, শিক্ষক বাদরুল, এইচএস বুলবুল আলীম দাদ খানসহ বেশ কয়েকজন শিক্ষক শিক্ষাজীবনে ছাত্রশিবিরের রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিলেন। এমনকি বাদরুল ১৯৮৪ সালে নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের নেতা তৌহিদের ওপর হামলা চালিয়ে তাকে গুরুতর আহত করে। এসব শিক্ষক আশির দশকের পর থেকে ছাত্রশিবিরের বিভিন্ন পদে নিয়ে সক্রিয় রাজনীতি করেছেন। এ বিষয়ে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও মুক্তিযোদ্ধা মনিম-উদ-দৌলা চৌধুরী জানান, এ বিদ্যালয়ের কিছু কিছু শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাঙালির প্রধান উৎসব নববর্ষকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করার জন্য প্রবন্ধটি প্রকাশিত করেন, যা রাষ্ট্র ও সমাজবিরোধী। এসব শিক্ষককে ৪ দলীয় জোট সরকারের আমলে নিয়োগ দিয়ে এ বিদ্যালয়কে জামায়াতীকরণ করা হয়েছে। তারা সুকৌশলে শিক্ষার্থীদের মাঝে তাদের দলীয় মতাদর্শের বীজ ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। তিনি আরও বলেন, দেশের প্রচলিত আইনে এসব শিক্ষকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া উচিত। ঘটনাটি জানাজানি হলে বিভিন্ন মহলের সমালোচনার মুখে জেলা প্রশাসকের নির্দেশে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) এরশাদ হোসেন খানকে ঘটনা তদন্তে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি ইতিমধ্যে বিতর্কিত ম্যাগাজিনের সমস্ত কপি জব্দ করেন এবং ম্যাগাজিন সম্পাদনা পরিষদের ৭ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন।

এদিকে, জেলা প্রশাসক মো. মাহমুদুল হাসান জানান, ম্যাগাজিন নিয়ে ইতিমধ্যেই একটি তদন্ত কমিটি কাজ শুরু করেছে। তদন্ত কমিটির কাছে সংশ্লিষ্টরা ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছেন। এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা অধিদফতরের কাছে পাঠানো হবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.................
তারিখ.................
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর